যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থীরা সবিনয়ে মেনে নেয় পরাজয়

মার্থা পালুচ
ইউএসইনফো স্টাফ রাইটার

ওয়াশিংটন, ২৮শে আগস্ট -- হাড্ডাহাড্ডি নির্বাচনী লড়াইয়ের পর রিপাবলিকান দলের ভার্জিনিয়া রাজ্যের সিনেটর জর্জ অ্যালেন ২০০৬ সালের নভেম্বর মাসে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বী জিম ওয়েবের কাছে আনুষ্ঠানিক পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে নিজ দলের সমর্থকদের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, "সরকার গঠন করতে যারা মূল ভূমিকা পালন করেন সেই জনগণ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমি তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল।"

বিরোধী দলের কাছে এই একটি মাত্র আসন হারানোর ফলে সিনেটের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ চলে যায় ডেমোক্র্যাটদের হাতে। অ্যালেনের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ওয়েব ও অন্যান্যরা আইনসভার আলোচ্যসূচি নির্ধারণ করা এবং ১১০তম কংগ্রেসে সিনেট কমিটিতে সভাপতিত্ব করার সুযোগ লাভ করে।

পরাজয় স্বীকার ভাষণের পর যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতির ঐতিহ্য অনুসরণ করে অ্যালেন তার উত্তরসূরিকে অভিনন্দন জানান এবং তার শুভ কামনা করেন।

অ্যালেন বলেন, "আমি জিম ওয়েবের মঙ্গল কামনা করি এবং এই ক্রান্তিকালে আমি তাকে আমার সর্বাত্মক সহযোগিতা দানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।" ভার্জিনিয়ার জনগণের ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে একটি মহৎ উদ্দেশ্যে সব দলকে একসূত্রে গাঁথতে তিনি তার সাধ্যের মধ্যে সব কিছু করবেন বলেও প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

আমেরিকানরা একটা সত্য নিশ্চিতভাবেই শিখেছে যে পরাজিত প্রার্থী ও তার দল শান্তিপূর্ণভাবে বিজয়ীদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে, নির্বাচনে যত তীব্র লড়াই-ই হোক না বা নির্বাচনের ফলাফল যত বিভাজনমূলকই হোক না কেন।

তারা দেখে ১৮০০ সালের নির্বাচনের দিকে। এই নির্বাচনে ফেডারেলপন্থী প্রেসিডেন্ট জন অ্যাডাম্‌স এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্র্যাটিক-রিপাবলিকান দলের টমাস জেফারসনের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। শাসক দল কর্তৃক রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের এই ঐতিহ্যকে আমেরিকানরা নিজেদের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করেছে।

১৮৬০ সালে কেবল একটি ঘটনায় এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা হয়নি। দক্ষিণের রাজ্যগুলো এবং এর প্রতিনিধিরা প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের নির্বাচিত হওয়াকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে নিজেদেরকে প্রত্যাহার করে নেয়। এর ফলশ্রুতিতে শুরু হয় পাঁচ বছরব্যাপী গৃহযুদ্ধ।

ভোটাররা যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সদস্য, হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভের সকল সদস্য এবং রাজ্য গভর্নরদের প্রতি দুই বছর অন্তর অন্তর নির্বাচন করে। প্রেসিডেন্টের চারবছর মেয়াদের মাঝে মধ্যবর্তী নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়। এসব নির্বাচন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এগুলোর ফলে কংগ্রেসের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তনের সুযোগ হয় এবং কখনো কখনো এগুলো প্রেসিডেন্টের বিভিন্ন নীতির ব্যাপারে অনানুষ্ঠানিক গণভোটের কাজ দেয়।

২০০৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত স্থিতিশীলতাকেই ফুটিয়ে তোলে। শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর শক্তিশালী গণতন্ত্রের নিদর্শন। আমেরিকায় নির্বাচনের মাধ্যমে বরাবরই রাজনৈতিক নেতৃত্বে সুশৃঙ্খল পরিবর্তন এসেছে। আমেরিকার সরকার ব্যবস্থায় নিহিত সহযোগিতা ও সমঝোতা নিশ্চিত করে যে সরকারের কার্যক্রম নির্বাচনের পর শান্তিপূর্ণভাবে অব্যাহত থাকে।

প্রেসিডেন্ট বুশ ও ডেমোক্রেট পদপ্রার্থী আল-গোরের মধ্যে ২০০০ সালের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট ২০০০ সালের ১২ই ডিসেম্বর। ফ্লোরিডা রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় জয়ের জন্য বুশ ও গোরের মধ্যকার ভোটের ব্যবধান এতই কম যে বাধ্যতামূলক ভোট পুনর্গণনা জরুরি হয়ে পড়ে। শেষপর্যন্ত আদালত ভোট পুনর্গণনা না করার জন্য রায় দেয় এবং ফ্লোরিডাকে বুশের পক্ষে ফলাফল ঘোষণার অনুমতি প্রদান করে।

২০০১ সালের ৬ই জানুয়ারি কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশন আহবান করা হয়, যাতে ২০০০ সালের নির্বাচনের ফলাফল সরকারিভাবে অনুমোদন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে গোর দায়িত্বরত ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং যুক্তরাষ্ট্র সিনেটের প্রধান হিসেবে যোগদান করেন। ফ্লোরিডার নির্বাচনের ঘোষিত ফলাফলের বিরোধিতাকারী হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভের অনেক সদস্যই এই কর্মধারাকে চ্যালেঞ্জ করেন। কিন্তু যেহেতু নির্বাচনী আপত্তি আমলে আনতে একজন সিনেটরের যৌথ পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন, সেহেতু গোর এগুলোর প্রত্যেকটিকে বাতিল করে দেন। উপরন্তু, গোর তার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করেছেন বলেই শান্তিপূর্ণভাবে ও সুশৃঙ্খলভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্ভব হয়, যদিও বিনিময়ে ডেমোক্র্যাটিক দল নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং গোরের প্রেসিডেন্ট হওয়ার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

পরাজিত প্রার্থীর কাছে নির্বাচনের ফলাফল যদিও হতাশাজনক, তবু অধিকাংশ লোকই, কেউ কেউ দ্ব্যর্থহীন ভাষায়, স্বীকার করে যে, জনগণের সেবা করতে ইচ্ছুক প্রত্যেকের জন্যই আমেরিকান জনগণের ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখানো মৌলিক কর্তব্য।

২০০৬ সালে টেনেসির একটি সিনেট আসনে পরাজিত ডেমোক্র্যাট পদপ্রার্থী হ্যারল্ড ফোর্ড বলেন, "আমাদের বিরুদ্ধে বিপরীত দিক থেকে প্রবল বেগে আসা দমকা হাওয়া কাজ করছিল, কিন্তু শেষমেশ পছন্দ করার অধিকার টেনেসির ভালো মানুষগুলোর হাতে। তারা মনোযোগ নষ্টকারী বিভিন্ন উপাদান ও বিকৃতি ছুঁড়ে ফেলে দু'টি মানুষের ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং মনস্থির করে।"

১৯৯২ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিল ক্লিনটনের কাছে পরাজয়ের পর প্রেসিডেন্ট এইচ.ডব্লিউ. বুশ বলেন, "এভাবেই আমরা বিষয়টি দেখি এবং দেশেরও এটিকে দেখা উচিত। জনগণ রায় দিয়েছে আর আমরাও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাহাত্ম্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার আছে। আমেরিকা সবসময় প্রথম আসবে। তাই আমরা এই নতুন প্রেসিডেন্টের সাথে আছি এবং তার মঙ্গল কামনা করি।"

==========

*(*ইউএসইনফো যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের ব্যুরো অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রাম্স-এর একটি প্রকাশনা। এর ওয়েব সাইট ঠিকানা: http://usinfo.state.gov*)

জিআর/ ২০০৭

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website: dhaka.usembassy.gov এ) যোগাযোগ করুন।*